সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৮১
WEEKLY BOOKLET:381

জান্নাত

সম্পর্কে চমৎকার তথ্যাবলী

তথ্যবহুল প্রশ্নোত্তর ০৩
জান্নাতের ফল পৃথিবীর ফলের মতো কেন? ১১
জান্নাত কয়টি? ১১
দুনিয়ায় জান্নাত থেকে আসা ১৭টি জিনিস ৩২

আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

জান্নাত সম্পর্কে চমৎকার তথ্যাবলী

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই "জান্নাত সম্পর্কে চমৎকার তথ্যাবলী" পুস্তিকাটি পাঠ করবে বা শুনে নিবে, তাকে তার পিতামাতা ও পরিবারসহ জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী বানাও। اٰمين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জান্নাতের অদ্ভুত ফল (দরুদ শরীফের ফযিলত)

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আল্লাহ পাক জান্নাতে এমন একটি গাছ সৃষ্টি করেছেন যার ফল আপেলের চেয়ে বড়, ডালিমের চেয়ে ছোট, মাখনের চেয়ে নরম, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মেশকের চেয়েও সুগন্ধি। এই গাছের ডাল মুক্তার, কান্ড সোনার এবং পাতাগুলো জবরজদ পাথরের। এই গাছের ফল শুধুমাত্র সে-ই খেতে পারবে, যে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিক পরিমাণে দরুদ শরিফ পাঠ করবে।

(আলহাভী লিল ফাতাওয়া, ২/৪৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দু'টি বাড়ি

আল্লাহ পাক এই দুনিয়া ছাড়াও আরো দুইটি মহিমান্বিত ঘর সৃষ্টি করেছেন: একটি হলো "নেয়ামতের ঘর" যেটাকে জান্নাত বলা হয় এবং অন্যটি হলো "শাস্তির ঘর" যেটাকে দোযখ বলা হয়। আল্লাহ পাক জান্নাতে তাঁর ঈমানদারদের জন্য অনেক ধরনের এমন নেয়ামতরাজি প্রস্তুত করে রেখেছেন, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি এবং কোনো হৃদয় এর কল্পনাও করেনি। জান্নাতের প্রশংসায় যেই উদাহরণ দেয়া হয় তা শুধু বুঝানোর জন্য অন্যথায় দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম কোনো বস্তু জান্নাতের কোনো কিছুর সাথে প্রাসঙ্গিক (Relevance) নয়।

জান্নাত কত বড়?

জান্নাতের প্রত্যাশীরা! জান্নাত সৃষ্টিকারী আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক কুরআনে করীমের ৪র্থ পারা, সূরা আলে ইমরানের ১৩৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَسَارِعُوْۤا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۙ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۳۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং (তোমরা) দ্রুত অগ্রসর হও নিজ রবের ক্ষমা এবং এমন বেহেশতের প্রতি যার প্রশস্ততায় সমস্ত আসমান ও যমীন এসে যায়, যা পরহেযগারদের জন্য তৈরী রাখা হয়েছে।

এই আয়াতের তাফসীরে রয়েছে: গুনাহ থেকে তাওবা করে, আল্লাহর ফরযসমূহ আদায় করে, নেকীর ওপর আমল এবং সকল আমলে একাগ্রতা সৃষ্টি করে আপন প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত

www.dawateislami.net

ছুটে যাও। অতঃপর জান্নাতের বিশালতাকে এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে, কেননা মানুষেরা সবচেয়ে বড় যেই জিনিস দেখে তা হলো আসমান ও জমিন, তা দ্বারা তারা ধারণা করতে পারে যে, যদি সমস্ত আসমান ও জমিনকে ধারাবাহিকভাবে এক সারিতে রেখে জুড়ে দেয়া হয়, তবে যেই বিশালতা হবে, তা দ্বারা জান্নাতের প্রশস্থতার অনুমান করা যায় যে, জান্নাত কত বড়।

(তাফসিরে সিরাতুল জিনান, পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, ১৩৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ২/৫৩)

তথ্যবহুল প্রশ্নোত্তর

আল্লাহ পাকের দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদ প্রদানকারী আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট হিরাকল বাদশা লিখলো যে, যদি জান্নাত এত বড় হয় যে, আসমান ও জমিন তাতে এসে যাবে, তবে সেই দোযখ কোথায়? হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তরে ইরশাদ করলেন: سُبْحٰنَ اللهِ! যখন দিন আসে, তখন রাত কোথায় থাকে?"

মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এই প্রাঞ্জল ও সাবলীল কথার অর্থ খুবই সূক্ষ্ম, বাহ্যিকভাবে এর অর্থ হলো যে, আসমানের পরিক্রমায় যখন একদিকে দিন হয়, তখন অন্যদিকে রাত হয়ে থাকে। তদ্রূপ জান্নাত উচ্চতর স্থানে এবং জাহান্নাম নিচের দিকে অবস্থিত। মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইহুদিরা এই প্রশ্ন করলো তখন তিনিও এই উত্তর দিয়েছিলেন, তখন তারা আরয করেছিল: তাওরাতেও এভাবেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কুদরত ও ক্ষমতায় কিছুই অসম্ভব নয়, যেই বস্তু যেখানে ইচ্ছা

www.dawateislami.net

রাখেন, এটা মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি যে, কোন কিছুর বড় হওয়াতে হতবাক হয়ে প্রশ্ন করতে থাকে যে, এত বড় জিনিস কোথায় স্থাপন হবে?

(তাফসিরে খাযাইনুল ইরফান, পারা ৪, আলে ইমরান, ১৩১ নং আয়াতের পাদটিকা, পৃ: ১২০)

গাদাভি মুনতাযির হে খুলদ মে খোদা দিন খাইর ছে লায়ে সখী
নেকো কি দাওয়াত কা কে ঘর যিয়াফত কা

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃ: ৩৭)

আ'লা হযরতের কালামের ব্যাখ্যা: ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জান্নাতের মহান নেয়ামতের আলোচনা করতে গিয়ে আরয করেন: হে আল্লাহ পাক! জান্নাতে নেককার বান্দাদের নানা নেয়ামত এবং দাওয়াত দ্বারা ধন্য করা হবে, আমিও সেই দাওয়াতেরও প্রতীক্ষায় রয়েছি। তোমার দয়া ও করুণায় সেই শুভ দিন আসুক, যখন আমি জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাত কোথায়?

জান্নাতের অবস্থান নিয়ে ওলামায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বিভিন্ন মতামত রয়েছে, তবে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো; জান্নাত সপ্তম আসমানের উপরে অবস্থিত, কেননা কুরআনে করীমে রয়েছে:

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿۱۴﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ﴿۱۵﴾

(সূরা নাজম, পারা ২৭, আয়াত ১৪-১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সিদরাতুল মুন্তাহার নিকটে। সেটার নিকট রয়েছে 'জান্নাতুল মাওয়া'।

একটি হাদীসে রয়েছে: "জান্নাতের ছাদ হলো রহমানের আরশ।"

(ফিরদাউসুল আখবার, ১/৪৪৯, হাদিস: ৩৩৪৪)

www.dawateislami.net

সাহাবিয়ে রাসূল, হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কে জিজ্ঞাসা করা হলো, জান্নাত কি আসমানে নাকি জমিনে? বললেন: কোন জমিন বা কোন আসমান এমন রয়েছে যেটার মধ্যে জান্নাত স্থান পেতে পারে? আরয করা হলো: তবে কোথায়? বললেন: আসমানে উপরে এবং আরশের নিচে।

(তাফসিরে খাযিন, পারা ৪, আলে ইমরান, ১৩৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩০১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জান্নাত খুবই মহিমান্বিত স্থান, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং তাঁর দিদারের স্থান। কুরআনে করীমে জান্নাতের মহত্ব ও শান বার বার বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় সর্বশেষ নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদের জান্নাতুল ফিরদাউসে আপন প্রিয় হাবিব صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করুক।

বিলা হিসাব হো জান্নাত মে দাখেলা ইয়া রব
পড়োসী খুলদ মে সরওয়ার কা হো আতা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ৮২)

জান্নাত কত বড়?

জান্নাতের মহত্বের কথা কী বলবো। জান্নাত কত বড়, তা আল্লাহ পাক এবং তাঁর অনুগ্রহে তাঁর প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ই- ভালো জানেন। সারমর্ম হলো; জান্নাতে ১০০টি স্তর রয়েছে, প্রতিটি স্তরের মধ্যে এতটুকু দূরত্ব রয়েছে যে, যতটুকু আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্ব। “তিরমিযি শরীফের” হাদিসে পাকে রয়েছে: যদি সমস্ত বিশ্বকে জান্নাতের একটি মাত্র স্তরে একত্রিত করা হয়, তবে সবার জন্য যথেষ্ট হবে।

(তিরমিযি, ৪/২৩৯, হাদিস: ২৫৪০)

www.dawateislami.net

জান্নাতের সৌন্দর্যতা

মানুষ পৃথিবীতে সুন্দর দৃশ্য দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে: জান্নাতের মতো দৃশ্য। অর্থাৎ একজন সাধারণ মানুষের মনেও জান্নাতের চিত্র সৌন্দর্য মণ্ডিত। তবে স্মরণ রাখবেন! পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য জান্নাতের সামনে কোন কিছুই নয়। কেননা জান্নাত এত সুন্দর যে, যদি জান্নাতের নখ পরিমাণ কিছু পৃথিবীতে প্রকাশ করা হয় তবে সমস্ত আসমান ও জমিন তাতে সজ্জিত হয়ে যাবে এবং যদি জান্নাতীদের কঙ্কন (সৌন্দর্তা) প্রকাশিত হয়, তবে সূর্যের আলো নিস্তেজ হয়ে যাবে, যেমন সূর্য নক্ষত্রের আলোকে ম্লান করে দেয়। **(তিরমিযী, ৪/২৪১, হাদিস: ২৫৪৭)**

জান্নাতে প্রবেশের বর্ণনা

জান্নাতের দরজাগুলো এত প্রশস্ত হবে যে, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দ্রুতগতির ঘোড়ার ৭০ বছরের পথের সমান হবে (অর্থাৎ একটি দ্রুতগতির ঘোড়া সত্তর বছর পর্যন্ত দৌঁড়াতে পারবে, এত বড় দরজা হবে)। **(মুসনাদে আহমদ, ৫/৪৭৫, হাদিস: ১৬২০৬)** তবুও জান্নাতে গমনকারীদের এত বেশি সংখ্যা হবে যে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে যেতে হবে বরং ভীড়ের কারণে দরজা কড়কড় শব্দ করবে। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৫৪, ১ম অংশ)** প্রথম দল যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারা আলোকিত হবে যেনো চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রালোকিত রাত এবং দ্বিতীয় দল যেনো খুবই ঝলমলে নক্ষত্র, জান্নাতীরা সবাই একই অন্তরের হবে, তাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য বা বিদ্বেষ থাকবে না। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৫৭, ১ম অংশ)**

www.dawateislami.net

জান্নাতে গাছপালা কেমন হবে?

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ একটি ছোট্ট কাঠ হাতে নিয়ে বললেন: যদি জান্নাতে তোমরা এতটুকু কাঠও খুঁজতে থাকো, তবে তোমরা তা পাবে না। আরয করা হলো: তবে খেজুর ও অন্যান্য গাছপালা কোথায় থাকবে? বললেন: এর শিকড় মুক্তো ও সোনার হবে এবং উপরের অংশে ফল থাকবে। জান্নাতের একটি গাছ রয়েছে যার ছায়ায় ১০০ বছর ধরে দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহন করে চলতে থাকলেও শেষ হবে না। **(আল বদুরুস সাফিরা, (উর্দু: ৬৫৪) (আল বদুরুস সাফিরা, পৃ: ৩৬৭)**

জান্নাতের প্রাসাদ ও এর দেয়াল

জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান পাথরের এমন স্বচ্ছ প্রাসাদ রয়েছে, যার ভেতরের অংশ বাইরে থেকে এবং বাইরের অংশ ভেতর থেকে দেখা যাবে। দেয়ালগুলো সোনা ও রুপার ইট এবং মেশকের গাঁথুনি দ্বারা নির্মিত হবে, একটি ইট সোনার, একটি ইট রূপার, মাটি জাফরানের, কংকরের পরিবর্তে মুক্তা ও পান্না এবং এক বর্ণনায় রয়েছে, জান্নাতুল আদনের একটি ইট সাদা মুক্তোর, একটি ইট লাল রুবি পাথরের, একটি সবুজ পান্নার এবং মেশকের গাঁথুনি ও ঘাসের স্থলে জাফরান হবে, মুক্তোর কংকর, আম্বরের মাটি, জান্নাতে একটি মুক্তোর তাঁবু থাকবে, যার উচ্চতা ৬০ মাইল (হবে)। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৫৪, ১ম অংশ)**

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জান্নাতের প্রাসাদের স্পৃহা জাগ্রত করতে গিয়ে বলেন: এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, যদি তোমার সাথী বা প্রতিবেশী সম্পদে কিংবা উচ্চ অবস্থানে

www.dawateislami.net

তোমার চেয়ে এগিয়ে যায়, তবে তা তোমার নিকট অস্বস্তিকর মনে হয় এবং তোমার অন্তর সংকীর্ণ হয়ে ওঠে আর ঈর্ষার কারণে তোমার জীবন কঠিন হয়ে যায়। অথচ তোমার জন্য সর্বোত্তম অবস্থা হলো যে, তুমি জান্নাতে নিজের ঠিকানা তৈরি করো, যদিও এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা জান্নাতে নেকীর মাধ্যমে তোমার চেয়ে এগিয়ে আছে এবং দুনিয়া তার সমস্ত সম্পদ ও সামগ্রী নিয়েও তাদের সমকক্ষ হতে পারে না।

(ইহইয়াউল উলুম, ৫/৩০২। ইহয়াউল উলুম, (উর্দু), ৫/৭৪৪)

সফে মা'তম উঠে খালি হো জীন্দাঁ টুটেঁ জঞ্জিরেঁ
গুনাহগারো চলো মাওলা নে দর খোলা হে জান্নাত কা

(হাদায়িখে বখশীশ, পৃ: ৩৮)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: ইমামে ইশক ও মুহাব্বত, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিয়ামতের দিন নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের মনোরম দৃশ্যের কল্পনা করে বর্ণনা করেন: আল্লাহ পাকের অনুমতিতে ও রহমতে যখন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুনাহগারদের শাফায়াত করবেন এবং জাহান্নামে গমনকারীদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের সৌভাগ্য অর্জিত হবে, অতঃপর কিয়ামতের দৃশ্য এমন হবে যে, হিশাব নিকাশের জন্য পেরেশান অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে, জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি অর্জিত হবে আর আওয়াজ আসবে: গুনাহগারেরা! চলো চলো জান্নাতের দিকে চলো, আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিয়েছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

জান্নাতের পানীয়

পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু পানীয় জান্নাতের পানীয়ের কাছে উৎসর্গিত, কেননা পৃথিবীর মজাদার শরবত ও জুসের স্বাদ মুখে সামান্য কিছুক্ষণ থাকে পক্ষান্তরে জান্নাতে চারটি নদী রয়েছে, একটি পানির, দ্বিতীয়টি দুধের, তৃতীয়টি মধুর এবং চতুর্থটি শরাবের। অতঃপর সেগুলো থেকে ছোট ছোট নদী হয়ে প্রত্যেক জান্নাতীর বাড়িতে প্রবাহিত হবে। সেখানকার নদীগুলোর শান হবে যে, তা মাটি খনন করে নয় বরং মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে, নদীগুলোর একটি পাড় মুক্তোর হবে, অপরটি পান্নার হবে এবং নদীর তলদেশ হবে খাঁটি মুশকের, সেখানকার শরাব দুনিয়ার শরাবের মতো হবে না যেগুলোর মধ্যে দুর্গন্ধ, তিক্ততা এবং নেশা থাকে আর পানকারী মাতাল, আয়ত্বের বাইরে এসে অস্বাভাবিক আচরণ করে, সেই পবিত্র শরাব এসব কিছু থেকে পুত-পবিত্র হবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/১৫৫, ১ম অংশ) আল্লাহ পাক কুরআনে করীমের ৩০তম পারা, সূরাতুল মুতাফফিফিন এর ২৫ থেকে ২৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ﴿۲۵﴾
خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَ فِيْ ذٰلِكَ
فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ﴿۲۶﴾
وَ مِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ﴿۲۷﴾
عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿۲۸﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে, যা মোহরকৃত অবস্থায় রাখা হয়েছে, এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর উপর এবং এরই উপর চাই আকাঙ্ক্ষা কারীদের আকাঙ্ক্ষা করা। এবং তার সংমিশ্রণ হচ্ছে 'তাসনীম'-এর সাথে, সেই ঝরণা, যা থেকে (আল্লাহ্‌র) নৈকট্য প্রাপ্তরা পান করেন।

www.dawateislami.net

“তাফসিরে সিরাতুল জিনানে” এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কিছুটা এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: জান্নাতে তাদেরকে কিছুটা এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: জান্নাতে বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে যার পাত্রে সীল মোহর লাগানো থাকবে এবং নেককার লোকেরাই তার সীলমোহর ভাঙ্গবে, ঐ পাত্রগুলোর সীল হচ্ছে মুশকের তৈরি আর যারা লোভীদের উচিত আল্লাহ পাকের আনুগত্যে অগ্রগামী হয়ে এবং গুনাহ থেকে বিরত থেকে তার প্রতি লোভ করা, যেন তারা এই মুশকের সীল লাগানো শরাবের অংশীদার হতে পারে এবং সেই শরাবে তাসনীম মেশানো থাকবে, যা জান্নাতের শরাবগুলোর মধ্যে উন্নতমানের আর তাসনীম এমন এক ঝর্ণা, যেখান থেকে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দারা পান করবে এবং অবশিষ্ট জান্নাতীদের শরাবেও এই তাসনীমের কিছু ফোঁটা মিশ্রিত থাকবে।

(তাফসিরে সিরাতুল জিনান, পারা ৩০, সূরা আল মুতাফফিফিন, ২৫ থেকে ২৮ নং আয়াতের পাদটিকা, ১০/৫৮০)

জান্নাতের শরাব কার জন্য?

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এটি পছন্দ করে যে, আল্লাহ পাক তাকে আখিরাতে জান্নাতের শরাব পান করান, সে যেন দুনিয়ায় তা পরিত্যাগ করে।

(মু’জামুল আওসাত, ৬/৩১২, হাদিস: ৮৮৭৯)

চশমে তর অউর কলবে মুযতার দেয়
আপনি উলফত কি মে পিলা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ৭৯)

www.dawateislami.net

জান্নাতের খাবার

বিভিন্ন দেশ ও শহরে খাবারের Taste (অর্থাৎ স্বাদ) পরীক্ষা করার জন্য গমনকারীদের জান্নাতের খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকা উচিত। আল্লাহ পাক জান্নাতীদের জন্য খাবারের উল্লেখ কুরআনে করীমে ইরশাদ করেন: ফল, বাদাম, মোটা মোটা পাখি, মান্না ও সালওয়া, মধু, দুধ এবং অসংখ্য ধরনের সুস্বাদু খাবার থাকবে, তারা যা চাইবে, সাথে সাথেই তাদের সামনে তা উপস্থিত হবে, যদি কেউ পাখি দেখে এর মাংস খেতে ইচ্ছে করে, তবে সেই পাখিটি তখনই ভাজা অবস্থায় তাদের নিকট এসে যাবে, যদি পানি ইত্যাদির প্রয়োজন হয় তবে পাত্রগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে হাতে এসে যাবে, এতে ঠিক পরিমাণ মতো পানি, দুধ, শরাব ও মধু থাকবে যে, তাদের ইচ্ছার এক ফোঁটা কম বা বেশি হবে না, পান করার পর যেখান থেকে এসেছিলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেখানে চলে যাবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/১৫৫, ১ম অংশ)

জান্নাতের ফল পৃথিবীর ফলের মতো কেন?

কুরআনে করীমে জান্নাতী ফলের ব্যাপারে ব্যাখ্যা ইরশাদ করা হয়েছে যে, সেই ফল পৃথিবীর ফলের মতো হবে, কেননা জান্নাতীরা পৃথিবীর ফলের সাথে পরিচিত ছিল, তবে এর স্বাদ পৃথিবীর ফলের চেয়ে অনেক উচ্চমানের হবে। ১ম পারা, সূরা বাকারার ২৫ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এখন তাদেরকে ঐ বাগানগুলো থেকে কোন ফল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা (সেটার

www.dawateislami.net

رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ

বাহ্যিক আকার দেখে) বলবে, 'এতো সে-ই রিযিক, যা আমরা পূর্বে পেয়েছিলাম; এবং সেই ফল, যা (বাহ্যিক আকৃতিগতভাবে) পরস্পর সাদৃশ্যময়, তাদেরকে দেয়া হবে।

জান্নাতের হজম ব্যবস্থা

জান্নাতে নাপাকি, ময়লা, থুথু, শরীরের ময়লা একেবারেই থাকবে না, একটি সুগন্ধিময় আরামদায়ক ঢেকুঁর আসবে, সুগন্ধিময় আরামদায়ক ঘাম নির্গত হবে, সব খাবার হজম হয়ে যাবে, ঢেকুর ও ঘাম থেকে কস্তুরীর সুঘ্রাণ বের হবে। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা ১১৬৫, হাদিস: ৭১৫২)**

জান্নাতীদের খেদমত

কমপক্ষে প্রত্যেক জান্নাতীর শিয়রে দশ হাজার খাদেম দাঁড়িয়ে থাকবে, খাদেমদের প্রত্যেকের একহাতে রূপার এবং অন্য হাতে সোনার পাত্র থাকবে এবং প্রত্যেক পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন রঙের নেয়ামত থাকবে, যতই খাবে স্বাদের কোন কমতি হবে না বরং বৃদ্ধি পাবে, প্রত্যেক গ্রাসে সত্তরটি (৭০) স্বাদ হবে এবং প্রত্যেকটি স্বাদ একটি অপরটির চেয়ে ভিন্ন হবে আর সেই স্বাদ একসঙ্গে অনুভব হবে, একটি স্বাদের অনুভূতি অন্য স্বাদে প্রভাব ফেলবে না। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৫৭, ১ম অংশ)**

গাদাভি মুনতাযির হে খুলদ মে নেকো কি দাওয়াত কা
খোদা দিন খাইর ছে লায়ে সখী কে ঘর যিয়াফত কা

(হিদায়িকে বখশীশ, পৃ: ৩৭)

www.dawateislami.net

জান্নাতীদের শান ও শওকত

উচ্চমানের এবং মূল্যবান পোশাক পরিধান করার শৌখিন ব্যক্তিরা! যদি জান্নাতের কাপড় পৃথিবীতে পরিধান করা হয়, তবে যারা দেখবে তারা অজ্ঞান হয়ে যাবে এবং মানুষের দৃষ্টি তা সহ্য করতে পারবে না। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৫৮, ১ম অংশ)** "জান্নাতীদের পোশাক পুরোনো হবে না।" **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৫৭, ১ম অংশ)** জান্নাতীদের মাথা, চোখের পাতা এবং ভ্রু ছাড়া শরীরের কোথাও কোনো পশম থাকবে না, সবাই পশমহীন হবে, সুরমা লাগানো চোখ, ত্রিশ বছর বয়সী মনে হবে। **(মুসনাদ ইমাম আহমদ, ৩/৩৯৩, হাদিস: ৯৩৮৬)** কখনো এর বেশি মনে হবে না। **(তিরমিযি, ৪/২৫৪, হাদিস: ২৫৭১)** জান্নাতীদের যৌবন কখনো শেষ হবে না। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৫৯, ১ম অংশ)** নিত্য নতুন ফ্যাশন গ্রহণ করে মানুষের চোখে যারা সুন্দর দেখায় তাদের উচিত জান্নাতে নিয়ে যায় এমন আমল করার চেষ্টা করা ।

জান্নাতী হুরদের সৌন্দর্যতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুর (অর্থাৎ জান্নাতী রমনী) যদি পৃথিবীর দিকে উঁকি দেয় তবে জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে এবং সুগন্ধে ভরে যাবে আর চাঁদ ও সূর্যের আলো বিলীন হয়ে যাবে ও তাদের ওড়না দুনিয়া এবং এর সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম। **(বুখারি, ৪/২৬৪, হাদিস: ৬৫৬৮)** প্রত্যেক জান্নাতীকে হুরে আইন (অর্থাৎ বড় চক্ষুবিশিষ্ট জান্নাতী রমনীদের) মধ্যে কমপক্ষে দু'জন স্ত্রী এমন পাবে, যারা সত্তর জোড়া পোশাক পরা অবস্থায় থাকবে, তবুও সেই পোশাকের এবং মাংসের বাইরে থেকে তাদের হাঁটুর মজ্জা এমনভাবে দৃশ্যমান হবে, যেমন সাদা কাঁচের

www.dawateislami.net

মধ্যে লাল শরাব দেখা যায় এবং তা এই কারণে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে ইয়াকুতের বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইয়াকুতে ছিদ্র করে যদি সুতা ঢুকানো হয়, তবে অবশ্যই বাইরে থেকে দেখা যাবে। মানুষ তার মুখকে তাদের চেহারায় আয়নার চেয়েও পরিষ্কারভাবে দেখবে এবং সেই হুরের নুন্যতম যেই মুক্তা হবে, তা এমন হবে যে, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত আলোকিত করে দিবে। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১৫৭, ১ম অংশ)**

যখন কোনো বান্দা জান্নাতে যাবে, তখন তার মাথার পাশে এবং পায়ের পাশে দু'জন হুর এতো সুন্দর কণ্ঠে আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং পবিত্রতা বর্ণনা করবে যে, সৃষ্টি কখনো এত সুন্দর কণ্ঠ শুনেনি।

(মু'জামু কবির, ৮/৯৫, হাদিস: ৭৪৭৮)

সবচেয়ে বেশি হুর কার জন্য?

হে আশিকানে রাসূল! আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বদা দরূদে পাক পাঠ করতে থাকুন, কেননা প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জান্নাতে সবচেয়ে বেশি হুর সেই ব্যক্তিই পাবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ পাঠ করবে।"

(আফদলুস সালাওয়াতি লিল নাবহানি, পৃ: ২৫)

কিউ না যেয়বা হো তুঝে তা জুরী তেরে হি দম কি হে সব জ্বলওয়া গিরি
মালাক ও জ্বিন ও বাশার হুর ও পরী জান সব তুঝ পে ফিদা করতে হে

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃ: ১১৪)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আল্লাহ পাকের দানক্রমে দুনিয়া ও আখিরাতের রাজত্ব

www.dawateislami.net

আপনারই জন্য, কেননা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল আনন্দ, নেয়ামত আপনারই কল্যাণে, আপনি দুনিয়ায় তাশরিফ না আনলে তবে আল্লাহ পাক এই পৃথিবীই সৃষ্টি করতেন না, বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তার দানক্রমে আপনি বিশ্ব জগতের মালিক। ফেরেশতা, জিন, মানুষ, হুর এবং পরী সকলেই আপনার প্রতি উৎসর্গিত।

ওহ জুনা থে তো কুছ না থা ওহ জু না হো তো কুছ না হো
জান হে ওহ জাহান কি জান হে তো জাহান হে

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃ: ১৭৮)

জান্নাতীদের বাহন ও খাদেম

জান্নাতে প্রবেশের আশাবাদীরা! জান্নাতীরা পরস্পর মিলিত হতে চাইলে, তবে একজনের আসন অন্যের নিকট উড়িয়ে নিয়ে যাবে। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তাদের নিকট অত্যন্ত উন্নতমানের বাহন এবং ঘোড়া আনা হবে, তারা তাতে আরোহন করে যেখানে খুশি যাবে।

(আততারগীব ওয়াত তারহীব, ৪/৩০৪, হাদিস: ১১৫)

জান্নাতীদের অর্জিত নেয়ামতের বর্ণনা

মর্যাদা ও স্তর অনুযায়ী সবচেয়ে ছোট জান্নাতীর জন্য আশি হাজার খাদেম এবং ৭২জন স্ত্রী থাকবে এবং তারা এমন মুকুট পাবে যার সবচেয়ে ছোট মুক্তো পূর্ব থেকে পশ্চিমের মাঝে আলোকিত করে দিবে। **(তিরমিযি, ৪/২৫৪, হাদীস: ২৫৭১)** আর যদি মুসলমানরা সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করে তবে তার গর্ভধারণ এবং সন্তান জন্ম নেয়া আর পুরো জীবন (অর্থাৎ ত্রিশ বছরের), আকাঙ্ক্ষা করতেই এক মুহূর্তেই হয়ে যাবে। **(তিরমিযি, ৪/২৫৪, হাদিস: ২৫৭২)**

www.dawateislami.net

জান্নাতে রাত এবং দিন হবে না

জান্নাতের জীবন অত্যন্ত সুন্দর এবং চিরস্থায়ী হবে, এই কারণে জান্নাতে ঘুম নেই, কেননা ঘুম এক ধরনের মৃত্যুর মতো এবং জান্নাতে মৃত্যু নেই। হযরত জুহাইর বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জান্নাতে না রাত রয়েছে আর না সূর্য ও চাঁদ, জান্নাতীরা সব সময় নূরের মধ্যেই থাকবে, তাদের জন্য রাত এবং দিনের পরিমাণ থাকবে, রাতের চিহ্ন হবে পর্দা ঝুলানো এবং দরজা বন্ধ করা এবং দিনের চিহ্ন হবে পর্দা সরানো এবং দরজা খোলা। **(আল বদূরুস সাফিরাহ (উর্দু) পৃ: ৩৭৫)**

আল্লাহ পাকের দরবারে শাহজাদায়ে আ'লা হযরত মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করেন:

দাখিলে খুলদ হাম কো জু ফরমায়ে তু
হাম হো অর হুর ও গিলমাঁ লবে আব জু
অর জামে তুহুর অর মিনা সুবু
দেখে আ'দা তু রেহ জায়ে পি কর লাহু
আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু, আল্লাহু

(সা'মানে বখশীশ, পৃ: ২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতের আবহাওয়া

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: জান্নাতে আবহাওয়া মধ্যম থাকবে, এতে না গরম হবে এবং না ঠাণ্ডা।

(আল বদুরুস সাফিরাহ, পৃ: ৫১২)

www.dawateislami.net

জান্নাতের সবচেয়ে বড় নেয়ামত

হযরত সাঈদ বিন মুসাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর সাথে হযরত আবু হুরায়ারারَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُএর সাক্ষাৎ হলো তো হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাকে এবং আপনাকে জান্নাতের বাজারে একত্রিত করে দেন। হযরত সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (আশ্চর্য হয়ে) বললেন: জান্নাতে কী বাজারও থাকবে? হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: হ্যাঁ! আমাকে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জানিয়েছেন যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন জান্নাতের স্তরসমূহে তাদের আমল অনুযায়ী প্রবেশ করবে, অতঃপর তাদেরকে দুনিয়ার দিনগুলোর হিসাবে এক সপ্তাহে অনুমতি দেওয়া হবে, তখন তারা আপন প্রতিপালকের দীদার লাভ করবে এবং তাদের সামনে আল্লাহ পাকের আরশ প্রকাশিত হবে ও আল্লাহ পাক তাদের ওপর জান্নাতের বাগানগুলোর মধ্যে একটি বাগানে তাজাল্লী প্রদান করবেন। তখন তাদের জন্য নূরের মিম্বর, মুক্তার মিম্বর, ইয়াকুত ও যবরজদ এর মিম্বর, সোনা ও রূপার মিম্বর স্থাপন করা হবে, তাদের মধ্যে ন্যূনতম স্তরের জান্নাতী যদিও তাদের মধ্যে ন্যূনতম কেউ নেই, মুশক ও কাফুরের টিলার ওপর থাকবে এবং তারা এটা ভাববে না যে, চেয়ারে উপবিষ্টরা উচ্চস্থানে আছেন। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখবো? ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ! তোমরা সূর্যকে এবং চাঁদনী রাতে চাঁদকে দেখাকে সন্দেহ করো?" আমরা আরয করলাম: না। ইরশাদ করলেন: তেমনি তোমরা আপন প্রতিপালককে দেখাকে সন্দেহ করবে না, সেই মজলিসে প্রত্যেকের

www.dawateislami.net

সামনে আল্লাহ পাক পর্দাবিহীনভাবে উপস্থিত থাকবেন, এমনকি তাদের মধ্যে একজনকে বলা হবে: হে অমুকের ছেলের অমুক! তোমার কি সেদিনের কথা মনে আছে, যখন তুমি এমন এমন বলেছিলে? আল্লাহ পাক তাকে তার কিছু দুনিয়াবী অবাধ্যতার কথা মনে করিয়ে দিবেন। তখন সেই বান্দা আরয করবে: হে আল্লাহ! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করো দাওনি? আল্লাহ পাক ইরশাদ করবেন: হ্যাঁ! তুমি আমার ব্যাপক রহমতের কারণেই তো এই স্তরে পৌঁছেছো। তারা এই অবস্থায় থাকবে যে, তাদের ওপর মেঘ ছায়া দিবে এবং তাদের ওপর এমন সুগন্ধ ছড়াবে যে, এমন সুগন্ধ কখনো কোন জিনিসে পায়নি এবং আমাদের প্রতিপালক ইরশাদ করবেন: ঐ নেয়ামত ও পুরুষ্কারের দিকে যাও যা আমি তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি এবং এর মধ্যে থেকে যা চাও নিয়ে নাও। তখন আমরা সেই বাজারে পৌঁছাবো, যা ফেরেশতারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছে, তাতে সেই জিনিসগুলো থাকবে যা চোখ কখনো দেখেনি, কান কখনো শুনেনি এবং হৃদয়ে কখনো এর চিন্তা আসেনি। তখন আমরা যা চাইবো তা আমাদের দেওয়া হবে, সেখানে না ক্রয় হবে আর না বিক্রয় এবং সেই বাজারে জান্নাতীরা একে অপরের সাথে মিলিত হবে আর উচ্চতর স্তরের ব্যক্তিরা নিজে থেকে আসবে এবং নিম্নস্তরের ব্যক্তির সাথে মিলিত হবে, যদিও তাতে নিম্ন কেউ নেই, তখন তাতে যেসব পোশাক সে দেখবে যা তার পছন্দ হবে, তার শেষ কথাটি শেষ হওয়ার পূর্বেই তার গায়ে বিদ্যমান পোশাকটি এর চেয়ে ভালো মনে হবে, এটি এই কারণে হবে যে, জান্নাতে কেউ দুঃখিত হবে না। অতঃপর আমরা আমাদের ঘরের দিকে ফিরে যাবো, তখন আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীরা মিলিত হবে আর বলবে: মারহাবা,

www.dawateislami.net

সু-স্বাগতম! যখন আপনি এখান থেকে গিয়েছিলেন, তখন থেকে আপনার সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে। তখন আমরা বলবো: আজ আমরা আমাদের দয়ালু প্রতিপালকের দরবারে বসার সৌভাগ্য পেয়েছি, (আল্লাহু) জাব্বারের সামনে আমাদের বসার সৌভাগ্য হয়েছে, আমাদের প্রাপ্য এটাই ছিলো যে, আমরা এমনি ফিরে আসি যেমন এখন ফিরে এসেছি।

(তিরমিযি, ৪/২৪৬, হাদিস: ২৫৫৮)

মহিলারা কি জান্নাতে আল্লাহর দীদার পাবে

আল্লাহ পাকের দীদার সম্পর্কে সঠিক বিষয়টি হলো এটা যে, (জান্নাতী পুরুষ ও মহিলা) উভয়েই পাবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৭/৫১৭)**

আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: জান্নাতের নেয়ামত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় নেয়ামত হবে আল্লাহ পাক জান্নাতীদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন। কখনো তাদের উপর অসন্তুষ্ট হবেন না। মাহবুবের সন্তুষ্টি আশিকদের জন্য বড় নেয়ামত। মনে রাখবেনে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং আল্লাহ পাকের দীদার কোন আমলের বিনিময় হবে না। এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান হবে। **(নূরুল ইরফান, পৃ: ৩১৫)**

জান্নাত কয়টি?

জান্নাতের সংখ্যা আটটি, যথা: (১) দারুল জালাল (২) দারুল ক্বরার (৩) দারুস সালাম (৪) জান্নাতুল আদন (৫) জান্নাতুল মাওয়া (৬) জান্নাতুল খুলদ (৭) জান্নাতুল ফেরদাউস (৮) জান্নাতুন নাঈম।

(তাফসীরে রুহুল বায়ান, ১/৮২)

www.dawateislami.net

জান্নাতের দোয়া

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে তিনবার আল্লাহ পাকের নিকট জান্নাত প্রার্থনা করলো, তবে জান্নাত বলে: হে আল্লাহ! একে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দাও এবং যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নামের থেকে আশ্রয় চায়, তবে জাহান্নাম বলে: হে আল্লাহ! একে জাহান্নামের থেকে আশ্রয় দান করো। **(তিরমিযি, ৪/২৫৭, হাদিস: ২৫৮১)**

কোন জান্নাতের জন্য দোয়া করবেন?

অপর এক হাদিসে পাকে নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করবে, তখন (জান্নাতুল) "ফেরদাউস" পাওয়ার প্রার্থনা করো। **(তিরমিযি, ৪/২৩৮, হাদিস: ২৫৩৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন? জান্নাতুল ফেরদাউস কোন জান্নাত? আমাদের প্রিয় প্রিয় صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, পবিত্র আহলে বাইতগণ এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان জান্নাতুল ফেরদাউসে থাকবেন, তাই আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর নাতের পংক্তি ও দোয়ার মধ্যে প্রায়ই জান্নাতুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া করে থাকেন:

اَللّٰهُمَّ اَدْخِلْنَا جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ بِغَيْرِ حِسَابٌ

মেরি সরকার কে কদমো মে হি اِنْ شَآءَ الله
মেরা ফেরদাউস মে আত্তার ঠিকানা হোগা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ১৮৫)

www.dawateislami.net

হাদিসে পাকের হুকুমের ওপর আমল করার নিয়্যতে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি: হে আল্লাহ পাক! সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় আমাদেরকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফেরদাউসে তোমার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব দান করো। হে আল্লাহ পাক! আমাকে বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করো। হে আল্লাহ পাক! আমাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে তোমার সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব দান করো। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হাশত খুলদ আ'য়ে ওয়াহা কসব লতাফত কো রযা
চার দিন বরসে জাহা আ'বরু বাহারা নে আরব

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃ: ৬১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চলো , চলো, জান্নাতের দিকে চলো

জান্নাত প্রত্যাশীরা! আল্লাহ পাক ঈমানদারদের জন্য জান্নাতে কত সুন্দর ও উন্নত নেয়ামত সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ পাক তাঁর অনুগ্রহে আমাদেরকেও ঐ নেয়ামত দ্বারা ধন্য করুক এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশাধিকার নসীব করুক। দুনিয়ায় সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য মানুষ হাজারো, লাখো টাকা খরচ করে বিভিন্ন জায়গায় যায় বরং এক দেশ থেকে অন্য দেশেও সফর করে থাকে। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য জান্নাতের সৌন্দর্যের তুলনায় কিছুই নয়। আহ! পাহাড়, দূর্গম পথ পেরিয়ে বরং অনেক সময় নিজের জীবনকে বিপন্ন করে দুনিয়ার ধ্বংসশীল সৌন্দর্য

www.dawateislami.net

দেখার জন্য গমনকারীদের হৃদয়ে যেনো চিরস্থায়ী জান্নাতের সৌন্দর্যের লোভ সৃষ্টি হয়। দুনিয়ার সুন্দর থেকে সুন্দরতম দৃশ্য দেখলে তবে এই চিন্তা করুন! যেই প্রতিপালক ধ্বংসশীল এই দুনিয়াকে এত সুন্দর করে বানিয়েছেন, যা দেখার ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্যশীল এবং গুনাহগার উভয়ের জন্যই সমান হয়ে থাকে, তবে সেই সৃষ্টিকর্তা তাঁর জান্নাতকে, যা শুধু নেককার ও আনুগত্যশীলদের জন্য বানিয়েছেন, তা কত সুন্দর হবে। তাও এমন, যা কখনও শেষ হবে না, কয়েক মিনিট বা কয়েক মুহূর্তের জন্যও নয় বরং তাঁর রহমতে জান্নাতে প্রবেশকারীদের চিরন্তন জীবন নসীব হবে। হায়! জান্নাত পাওয়ার জন্য যেন নেক আমল করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায়। দুনিয়ার সামান্য কয়েক দিনের আমোদ-ফুর্তির (Outing এর) জন্য এবং সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য যদি কষ্ট সহ্য করা যায়, তবে জান্নাত অর্জনের জন্য নেকী করার চেষ্টা কেন করা হয় না।

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: জান্নাতের প্রকৃতি এবং জান্নাতীদের নেয়ামত, আনন্দের কল্পনা করে ভাবুন এবং সেই ব্যক্তির আফসোস অনুভব করুন, যে জান্নাতের পরিবর্তে কেবল দুনিয়ায় তুষ্ট হলো এবং জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো।

(ইহইয়াউল উলূম, ৫/৩০৩)

জান্নাত প্রত্যাশীরা! জান্নাতকে ইবাদতের কষ্ট দ্বারা আবৃত করা হয়েছে। দুনিয়ার পঞ্চাশ, ষাট বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন ইবাদতে কাটিয়ে চিরস্থায়ী জীবন আরাম ও প্রশান্তিতে অতিবাহিত করুন। আত্মার ওপর কষ্ট চাপিয়ে, ইবাদত ও রিয়াযতে সময় অতিবাহিত করে, সুন্নাতের উপর আমল করে, নেকীর দাওয়াত দিয়ে, গুনাহ থেকে বিরত থেকে বরং

www.dawateislami.net

অপরকে বিরত রেখে জীবন অতিবাহিতকারীরা আল্লাহ পাকের রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। নিঃসন্দেহে জান্নাত আল্লাহ পাকের অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হবে, যেহেতু জান্নাতে প্রবেশের জন্য তিনিই আমাদেরকে নেক কাজ করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন, তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত যে, আমরা যেন তাঁর অনুগত বান্দা হয়ে যাই। আল্লাহ পাক তাঁর রহমত, তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমরা গুনাহগারদেরকে আপন পবিত্র ঘর জান্নাতে বিনা হিসাবে প্রবেশ করা নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল

এভাবে তো প্রত্যেক নেক কাজ জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে, এবার কিছু নেক আমলের বর্ণনা করা হচ্ছে যেগুলোর ওপর আমলকারীদের জন্য হাদিসে মুবারকায় এবং বিভিন্ন বর্ণনায় জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য এর ওপর আমল করা জান্নাতে প্রবেশের কারণ হতে পারে।

(১) ইসলামের কলেমা

মুসলমানদের তৃতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা উসমানে গনী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি "لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ" এর ওপর বিশ্বাস রেখে মারা গেলো, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। **(মুসনাদ আবু দাউদ, পৃ: ২৬৫, হাদিস: ১৯৬৫)**

হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: এটি ইসলামের ঐ "মৌলিক কলেমা" যার উপর ইসলামের পুরো ভবন

প্রতিষ্ঠিত। এই কলেমা নিঃসন্দেহে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল বরং জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার সকল নেক আমলের মূল ও ভিত্তি। হাদিসে পাকে যেখানে শুধুমাত্র "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ" উল্লেখ করা হয়েছে, এরদ্বারা উদ্দেশ্য হলো পুরো কলেমা অর্থাৎ "لَآ اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہ"। **(বেহেশত কি কুঞ্জিয়া, পৃ: ৩৩)**

(২) সুন্নাতের উপর আমল

সুন্নাতের উপর আমল করা শুধু জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম নয় বরং সুন্নাতের উপর আমলকারী সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূল জান্নাতে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব পাবে, যেমনটি আল্লাহ পাকের দানক্রমে আমরা গুনাহগারদের জান্নাতের সাহারা নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো, সে আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/৫৫, হাদিস: ১৭৫)**

সীনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা

(৩) জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে যায়

হাদিসে পাকে রয়েছে: যে ভালোভাবে অযু করলো এবং এরপর আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করলো, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হয়, যেটা দিয়ে ইচ্ছা ভেতরে প্রবেশ করবে। **(দারামি, ১/১৯৬, হাদিস: ৭১৬)**

www.dawateislami.net

(৪) মসজিদ নির্মাণ করুন, জান্নাতী প্রাসাদ লাভ করুন

আল্লাহ পাকের দানক্রমে জান্নাতের মালিক, নেয়ামত বন্টনকারী রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আল্লাহ পাকের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করলো, তবে আল্লাহ পাক তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। **(ইবনে মাজাহ, ১/৪০৮, হাদিস: ৭৩৭)**

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: মসজিদ ছোট হোক বা বড়, একা নির্মাণ করুক অথবা অন্যদের সাথে মিলে, যদি নিয়্যতে একনিষ্টতা থাকে, তবে اِنْ شَآءَ الله এটাই সাওয়াব (অর্থাৎ জান্নাতে ঘর)। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৫/১৮৩)**

(৫) নামায

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: "যদি বান্দা সময় মতো নামায প্রতিষ্ঠিত রাখে, তবে আমার বান্দার জন্য আমার করুণার দায়িত্বে অঙ্গীকার হলো, তাকে শাস্তি দিবো না এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবো।"

(আল ফেরদাউস বিমাসু'রিল খিতাব, ৩/১৭১, হাদিস: ৪৪৫৫)

পড়তে রহো নামায তো চেহরে পে নূর হে
পড়তা নেহী নামায ওহ জান্নাত ছে দূর হে

(৬) সুন্নাতে মুয়াক্কাদা

আল্লাহ পাকের রহমতপূর্ণ জান্নাত প্রত্যাশীরা আন্দোলিত হয়ে যান এবং তা পাওয়ার চেষ্টা বৃদ্ধি করে দিন। ফরয নামাযের পাশাপাশি সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন এবং জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ

www.dawateislami.net

করুন, যেমনটি সকল মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান, হযরত উম্মে হাবীবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا থেকে বর্ণিত যে, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দিনে রাতে ১২ রাকাত নামায পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে। চার রাকাত যোহরের পূর্বে এবং দুই রাকাত যোহরের পরে, দুই রাকাত মাগরিবের পরে, দুই রাকাত ইশারের পরে এবং দুই রাকাত ফজরের পূর্বে। (মোট ১২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা)।

(তিরমিযি, ১/৪২৪, হাদিস: ৪১৫)

একটি হাদিসে পাকে রয়েছে: যেই ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাকাত এবং পরে চার রাকাতের প্রতি যত্নবান হবে, আল্লাহ পাক তার উপর আগুন হারাম করে দিবেন। **(তিরমিযি, ১/৪৩৫, হাদীস: ৪২৮)**

হযরত আল্লামা তাহতাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: এমন লোক একেবারেই আগুনে প্রবেশ করবে না এবং তার গুনাহ মুছে দেয়া হবে আর যার তার নিকট দাবী রয়েছে আল্লাহ পাক তাকে তার প্রতি রাজি করে দিবেন বা উদ্দেশ্য হলো তাকে এমন কাজের তাওফিক দিবেন যার জন্য শান্তি নেই। **(হাশিয়াতুত তাহতাভী আলাদ দুরুরিল মুখতার, ১/২৮৪)** আল্লামা শামী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: তার জন্য সুখবর হলো যে, সৌভাগ্যের উপর তার শেষ পরিণতি হবে এবং সে দোযখে যাবে না। **(রদ্দুল মুহতার, ২/৫৪৭)**

(৭) তাহাজ্জুদের নামায

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত যে, যখন নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মদীনায় তাশরীফ নিয়ে আসেন, তখন আমি সর্বপ্রথম যেই হাদিসে পাক নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে শুনেছিলাম

www.dawateislami.net

তা হলো: হে লোকেরা! সালামকে প্রসারিত করো, খাবার খাওয়াও, আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করো এবং রাতে যখন সব লোক ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামায পড়ো। তোমরা যদি এরূপ করো, তবে নিরাপত্তার সাথে জান্নাতে প্রবেশ করে নিবে। **(তিরমিযি, ৪/২১৯, হাদিস: ২৪৯৩)**

তাহাজ্জুদ নামাযের বরকতে ক্ষমা

সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার একাদশ পীর ও মুর্শিদ হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু কাসিম (এটি তাঁর উপনাম ছিলো)! ইন্তিকালের পর আপনার সাথে কী হয়েছে? বললেন: আমাকে শুধু সেই ছোট ছোট রাকাতগুলো উপকৃত করেছে, যা আমরা সাহরির সময় আদায় করতাম। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ১০/২৭৬, নং: ১৫২২০)**

(৮) তাহিয়্যাতুল অযুর নামায

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ফজরের নামাযের সময় হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে ইরশাদ করলেন: হে বিলাল! তুমি ইসলামে সবচেয়ে বেশি আশাবাদী যে আমলটি করেছো, তা আমাকে বর্ণনা করো, কেননা আমি জান্নাতে তোমার পায়ের আওয়াজ আমার সামনে সামনে শুনেছি। তখন হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: আমার সবচেয়ে বেশি আশাবাদী আমল হলো যে, আমি দিনে বা রাতে যে কোনো সময়ে যখনই অযু করি, তবে আমার ভাগ্যে যেই নামায লেখা থাকে, তা আমি ঐ অযুতেই পড়ে নিই। **(বুখারি, ১/৩৯০, হাদিস: ১১৪৯)**

www.dawateislami.net

মুফতি আবদুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর জান্নাতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে সামনে হাঁটা কোনো অভদ্রতার বিষয় নয়। বাদশাহের কিছু খাদেম বাদশাহের পেছনে পেছনে এবং কিছু খাদেম যেমন; নকিব ও চৌকিদার সামনে সামনে হেঁটে থাকে আর এই দুই প্রকার লোক বাদশার একনিষ্ঠ খাদেম হয়ে থাকে। এই হাদিস দ্বারা হযরত বিলাল رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি জান্নাতে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নকিব হয়ে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সামনে সামনে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আগমনের ঘোষণা করে চলবেন এবং হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই উচ্চ মর্যাদা তিনি "তাহিয়্যাতুল অযু" এর বদৌলতে পেয়েছেন।

(বেহেশত কি কুঞ্জিয়া, পৃ: ৭৭)

মাদানী ফুল: অযুর পর অঙ্গসমূহ শুকানোর পূর্বেই দুই রাকাত নামায পড়া মুস্তাহাব।

(৯) যাকাত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে গ্রামে বসবাসকারী এক সাহাবী উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: এমন কোন আমলের ব্যাপারে আমাকে নির্দেশনা প্রদান করুন যে, আমি যখন তা আমল করে নিবো তখন জান্নাতে প্রবেশ করে নিবো। তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি আল্লাহ পাকের ইবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না, ফরয নামায আদায় করো, যাকাত আদায় করো এবং রমযানের রোযা রাখো। তখন তিনি একথা শুনে আরয করলেন: ঐ সত্তার

www.dawateislami.net

শপথ যার কুদরতের আয়ত্বে আমার প্রাণ, আমি এর চেয়ে বেশি করবো না। অতঃপর যখন তিনি ফিরে যেতে লাগলেন, তখন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যার এটা পছন্দ যে, সে কোন জান্নাতী মানুষ দেখবে, তবে সে যেনো এই ব্যক্তিকে দেখে নেয়।

(বুখারি, ১/৪৭২, হাদীস: ১৩৯৭)

(১০) রোযা

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যাকে "বাবুর রাইয়ান" বলা হয়। তা দিয়ে কিয়ামতের দিন রোযাদার (জান্নাতে) প্রবেশ করবে, রোযাদার ব্যতীত কেউই এই দরজা দিয়ে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে না। বলা হবে: রোযাদাররা কোথায়? তখন তারা দাঁড়িয়ে যাবে এবং তারা ব্যতীত কেউ তা দিয়ে প্রবেশ করবে না। যখন এই লোকেরা প্রবেশ করে নিবে, তখন এই দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। **(বুখারি, ১/৬২৫, হাদিস: ১৮৯৬)**

(১১) হজ্জ

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক ওমরা অন্য ওমরা পর্যন্ত এই দিনগুলোর মধ্যখানে গুনাহের কাফফারা স্বরূপ এবং হজ্বে মাবরুর তথা মাকবুল হজ্বের জন্য জান্নাত ছাড়া অন্য কোনো প্রতিদান নেই।

(বুখারি, ১/৫৮৬, হাদিস: ১৭৭৩)

www.dawateislami.net

(১২) দুনিয়ায় অবস্থান করে নিজের জান্নাতী স্থান দেখার অযিফা

আল্লাহর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরুদে পাক পাঠ করতে থাকুন, যদি কিছুটা মনোযোগ দিয়ে এবং সময় বের করে প্রতিদিন এক হাজারবার দরুদে পাক পাঠ করে নেয়া হয় তবে এরূপ সৌভাগ্যবানের উপর কীরূপ অনুগ্রহ হয় দেখুন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজারবার দরুদে পাক পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে না।

(আত তারগীব ফি ফাযায়িলিল আমাল লি ইবনে শাহীন, পৃ: ১৪, হাদিস: ১৯)

হার ওয়াক্ত জাহাঁ সে কে ইনহে দেখ সাকো মে
জান্নাত মে মুঝে এ্যয়সি জাগা পেয়ারে খোদা দে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ: ১২০)

জান্নাতে মহিলারা কী পাবে?

জান্নাতের বর্ণনা পড়ে বা শুনে সাধারণত মহিলাদের মনে হয় যে, মহিলারা জান্নাতে কী পাবে? বা এরূপ মহিলা যারা বিয়ের পূর্বেই মারা গেছে, তারা জান্নাতে গেলে কিভাবে থাকবে, এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো:

(১) মহিলারা জান্নাতে তাদের ঐ স্বামীকে পাবে, দুনিয়ায় যার বিবাহে ছিলো, তবে শর্ত হলো, স্বামীও জান্নাতী হতে হবে।

(২) যদি কোন মহিলার স্বামী জান্নাতে যেতে না পারে, তবে তাকে অন্য কোন জান্নাতী পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হবে। অনুরূপভাবে যে

www.dawateislami.net

মহিলারা কুমারী অবস্থায় মারা গেছে, তারাও জান্নাতে কোনো পুরুষের বিবাহে চলে যাবে। এছাড়াও জান্নাতের নেয়ামত যেমন: প্রাসাদ, পোশাক, খাবার এবং সুগন্ধি ইত্যাদি পুরুষ ও মহিলাদের একই। **(ফাতাওয়ায়ে আহলে সুন্নাত, সিলসিলা নং ৭, পৃ: ২৪)**

(৩) যদি কোনো মহিলা একের পর একাধিক পুরুষকে বিয়ে করে তবে এতে দুটি মত রয়েছে: এক মতানুসারে যার বিবাহে সর্বশেষ ছিলো জান্নাতে তার সঙ্গে হবে, যেমনটি রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মহিলাকে জান্নাতে তার সর্বশেষ স্বামীর সঙ্গে বিয়ে দেয়া হবে, যে দুনিয়ায় তার সর্বশেষ স্বামী ছিলো।

(মুসনদুশ শামীয়িন, ২/৩৫৯, হাদীস: ১৪৯৬)

দ্বিতীয় মতটি হলো, যার আচরণ সবচেয়ে ভালো হবে, তাকেই পাবে, যেমনটি সমস্ত মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান, হযরত উম্মে সালমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কিছু মহিলার দুনিয়ায় দুই, তিন বা চার স্বামীর সঙ্গে (একের পর এক) বিবাহ হয়, অতঃপর মৃত্যুর পর তারা জান্নাতে একসাথে হলে, তখন সেই মহিলা কোন স্বামীর জন্য হবে? ইরশাদ করলেন: তাকে সুযোগ দেয়া হবে এবং যেই স্বামীর আচরণ দুনিয়ায় সবচেয়ে ভালো হবে, সে তাকে বেছে নেবে।

(মু'জামুল কবীর, ২৩/৩৬৮, হাদিস: ৮৭০)

এই দুটি হাদিস ও বাণীর মধ্যে কোনো সংঘাত নেই, যেমনটি হযরত ইমাম আহমদ বিন হাজর মক্কী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে মহিলা একের পর এক করে কয়েকটি বিয়ে করেছে এবং প্রত্যেক স্বামী তাকে তালাক দিয়েছে, কিন্তু শেষ স্বামী তাকে তালাক দেয়নি এবং সে তার বিয়েতে মারা গেছে, সে জান্নাতে শেষ স্বামীর বিবাহে থাকবে, যেমনটি

www.dawateislami.net

প্রথম হাদিসে বলা হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সে একাধিক বিয়ে করেছে, প্রত্যেক স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দিয়েছে এবং যখন সে মারা যায় তখন সে কারো বিবাহে ছিলো না তবে কেবল সেই অবস্থায় তাকে বাছাই করার সুযোগ দেওয়া হবে আর যে স্বামীর আচরণ দুনিয়ায় সবচেয়ে ভালো হবে সে তাকে বেছে নিবে। **(ফাতাওয়ায়ে হাদিসিয়া, পৃ: ৭০)**

দুনিয়ায় জান্নাত থেকে আসা ১৭টি জিনিস

(১) আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার ঘর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগান সমূহের মধ্য হতে একটি বাগান। **(বুখারি, ১/৪০২ হাদিস: ১১৯৫)**

(২-৫) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: চারটি বরকতময় জিনিস আল্লাহ পাক আসমান থেকে অবতীর্ণ করেছেন: লোহা, আগুন, পানি, লবন। **(তাফসীরে সাভী, পৃ: ২৭, আল হাদীদ: ২৫, ৬/২১১২)**

চারটি জান্নাতী পাহাড় ও নদী

(৬-১৩) রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: চারটি নদী জান্নাতের নদীর অন্তর্ভুক্ত: নীল, ফোরাত, সিহান এবং জিযান এবং চারটি পাহাড় জান্নাতের পাহাড়ের অন্তর্ভুক্ত: উহুদ, তুর, লুবনান এবং ওয়ারকান। **(আল বদূরুস সা'ফিরাহ, পৃ: ৫২৯)**

(১৪-১৬) যখন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام জান্নাত থেকে পৃথিবীতে তাশরিফ নিয়ে আসেন তখন হাজরে আসওয়াদ, মুসা عَلَيْهِ السَّلَام এর লাঠি, লোহা এবং সকল প্রকারের বীজ জান্নাত থেকে সাথে নিয়ে এসেছিলেন। **(তাফসীরে সাভী, পৃ: ২৭, আল হাদীদ: ২৫, ৬/২১১২)**

www.dawateislami.net

(১৭) মেরাজের বাহন বুরাক জান্নাত থেকে এসেছিল। **(মিরআতুল মুনাজিহ, ৮/১৩৭)**

জিবরিল আমীন বুরাক লিয়ে জান্নাত সে জমি পর আ'পৌঁহছে
বা'রাত ফেরেশতো কি আয়ি মে'রাজ কো দুলহা জাতে হে

(ওয়াসায়িলে বকশীশ, পৃ: ২৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ اِلٰى وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقَ اِلٰى لِقَائِكَ ،

অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট ভাগ্যের পর সন্তুষ্টি, মৃত্যুর পর উত্তম জীবনের এবং তোমার দীদারের স্বাদ ও তোমার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা প্রার্থনা করছি। **(মু'জামুল কবীর, ১৮/৩১৯, হাদিস: ৮২৫)** আমরা সবাই আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি: اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا زِيَارَةَ وَجْهِكَ الْكَرِيْمِ بِجَاهِ حَبِيْبِكَ الرَّؤُوْفِ الرَّحِيْمِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتسليمُ، اٰمين! হে আল্লাহ পাক! তোমার অনুগ্রহশীল ও দয়ালু নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় ও কৃপায় আমাদেরকে তোমার দীদার দ্বারা ধন্য করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কাল তো দীদার কা দিন অর ইহা
আঁখ বে কার হে কিয়া হোনা হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

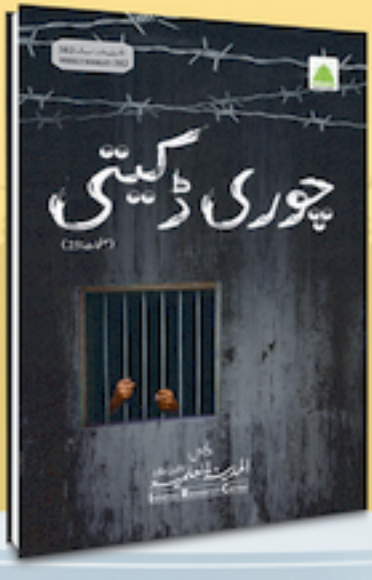

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net